



## عقد الجمان في مائة سؤال وجواب في العقيدة আকীদাহ বিষয়ক শতাব্দিক প্রশ্নোত্তর

المراجعة : د. قذلة بنت محمد القحطاني

সম্পাদনা

ড: ক্বাযলা বিনতে মুহাম্মাদ আল কাহতানী

الترجمة : الشيخ مخلص الرحمن منصور

অনুবাদ

শাইখ মুখলিসুর রহমান মানসুর মাদানী  
দাঈ, ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, দাম্মাম, সৌদি আরব

প্রকাশনায়

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী

আকীদাহ বিষয়ক শতাব্দিক প্রশ্নোত্তর

৩

৪

আকীদাহ বিষয়ক শতাব্দিক প্রশ্নোত্তর

### আকীদাহ বিষয়ক শতাব্দিক প্রশ্নোত্তর

ড: ক্বাযলা বিনতে মুহাম্মাদ

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২০ ঈসায়ী  
প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ২০২০ ঈসায়ী

গ্রন্থস্বত্ব : সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত (লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির  
ফটোকপি, মুদ্রণ ও পিডিএফ নিষিদ্ধ)।

প্রকাশনায় : আত্-তাওহীদ প্রকাশনী  
জমদয়ত ভবন, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট,  
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।  
মোবাইল: ০১৭১২৫৪৯৯৫৬, ০১৮৪১৫৪৯৯৫৬  
E-mail: [atpbd04@gmail.com](mailto:atpbd04@gmail.com); fb/ATP.BD

অঙ্গসজ্জা : ওমর ফারুক, আত্-তাওহীদ কম্পিউটার্স  
প্রচ্ছদ : গ্রাফিকো মিডিয়া

মূল্য: ২১ (একুশ) টাকা মাত্র  
সৌদি রিয়াল: ৩, ইউ.এস.ডি.: ১

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

## ভূমিকা

বিশুদ্ধ আক্বীদাহ্ মুসলিম জীবনের মূল ভিত্তি। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ লোক আক্বীদাহ্ বিষয়ে তেমন জ্ঞান রাখেন না। ফলে গণক, জ্যোতিষী ও পীর-মাজার পন্থীরা অতি সহজে তাদেরকে ঈমান হারা করছে। এ পরিস্থিতিতে তাওহীদ পন্থীদের বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তারা বসে থাকলে অধিকাংশ মানুষ শিরক, বিদআত ও ইসলাম বিরোধী আক্বীদায় নিমজ্জিত হবে। তাই মানুষকে তাগুতের পূজা থেকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান এবং তাওহীদ সম্পর্কে সচেতন করা ব্যতীত কোনো উপায় নেই।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রশ্নোত্তর ইসলামী জ্ঞানার্জনের অন্যতম উপায়। তাই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক আক্বীদাহ্ বিষয়ে ছোট ১টি পুস্তিকা হাতে আসায় তা বাংলাভাষীদের জন্য উপকারী দেখে অনুবাদ ও সংকলনে হাত দেই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে পাঠকের হাতে পুস্তিকাটি তুলে দিতে পেরে তাঁরই সংখ্যাতিত শুকরিয়া আদায় করছি। ফা-লিল্লাহিল হামদু অল্ মিল্লাহ্। আল্লাহ্ যেন পুস্তিকাটিকে আমিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের অসীলা করেন। আমীন।

মুখলিসুর রহমান মাদানী  
দাম্মাম, সৌদী আরব

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

## তাওহীদের গুরুত্ব

সহীহ আক্বীদাহ্ (বিশ্বাস) সেই ভিত্তি যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। এর মাধ্যমেই আমল বিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَنَ كَانَ يَزُجُّ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

অর্থ: বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎ কর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহফ: ১১০)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

আক্বীদাহ্ বিষয়ক শতাধিক প্রশ্নোত্তর

৭

অর্থ: আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের পতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (সূরা যুমার : ৬৫)। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

অর্থ: আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্তে।

(সূরা যুমার : ২-৩)।

এই আয়াতগুলো এবং অনুরূপ আরও অনেক আয়াত প্রমাণ করে, শিরকমুক্ত না হলে কোনো আমলই আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। আর এজন্যই সকল নবী ও রসূল আলাইহিমুস সালাম প্রথমত: আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ করণের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা প্রথমে স্বীয় উম্মাতকে এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং তিনি ﷻ ব্যতীত

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

৮

আক্বীদাহ্ বিষয়ক শতাধিক প্রশ্নোত্তর

অন্যের ইবাদত পরিত্যাগ করার দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

অর্থ: আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাকো। (সূরা নাহল : ৩৬)। প্রত্যেক রসূল উম্মাতকে সর্ব প্রথম এ বলেই সম্বোধন করেছেন:

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

অর্থ: তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ﷻ ব্যতীত তোমাদের দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই।

(সূরা আ'রাফ : ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫)।

নূহ, হুদ, সালিহ, শুআইব এবং সকল নবী আলাইহিমুস সালাম স্বীয় উম্মাতকে একই কথা বলেছেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর রসূল ﷺ মক্কায় তেরটি বছর তাওহীদ ও আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ করণের প্রতি মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন।

কেননা এ তাওহীদই হলো মূল বিষয় যার উপর দ্বীনের ভিত্তিসমূহ স্থাপিত। দাঁড়ি এবং ন্যায় পছন্দগণ যুগে যুগে এ পথেরই অনুসরণ করেছেন। তাঁরা গুরুত্বেরই তাওহীদ ও আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ করণের দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাওহীদ বুঝার ও তা মানার তাওফীক দান করুন, আমীন।

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

## আক্বীদাহ্ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

**প্রশ্ন-১:** কে এবং কেনো আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ? তার দলীল কী ?

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থ: জিন এবং মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরাহ্ যারিয়াত : ৫৬)।

হাদীস: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

বান্দার উপর আল্লাহর হক্ক হলো, তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে, অন্যকে তাঁর সাথে শরীক করবে না।

(সহীহুল বুখারী হা. ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম হা. ৪৯)।

**প্রশ্ন-২:** আল্লাহ্ তাঁর রসূলগণকে <sup>আলাইহিস সালাম</sup> কি বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন ?

**উত্তর:** তাওহীদের বার্তা দিয়ে।

**প্রশ্ন-৩:** তাওহীদের অর্থ কী ?

**উত্তর:** আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট উলুহিইয়াহ্, রুবুবিইয়াহ্ এবং আসমা ও সিফাতে তাঁকে একক বলে জানা ও মানা।

**প্রশ্ন-৪:** কালিমায়ে তাওহীদ কোনটি এবং তার অর্থ কী ?

**উত্তর:** কালিমায়ে তাওহীদ হলো: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তার অর্থ: আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই। আল্লাহ্ বলেন:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾

“এটা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য মা'বুদ, তিনি ব্যতীত ওরা যাদেরকে ডাকে তা বাতিল”। (সূরাহ্ লুক্‌মান: ৩০)।

রসূল ﷺ বলেন:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِيَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالَهُ وَدَمُهُ

“যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ে ও তিনি ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করে, তার জ্ঞান ও মালে হস্তক্ষেপ করা হারাম”। (সহীহ মুসলিম, হা. ৩৭)।

**প্রশ্ন-৫:** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর রোকন কয়টি ও কি কি ?

**উত্তর:** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর রোকন দুটি:

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

১-আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুর ইবাদতকে অস্বীকার করা।

২-সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা।

**প্রশ্ন-৬:** তাওহীদের গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

**উত্তর:** ১- তাওহীদ দুনিয়া ও আখিরাতে হিদায়াত ও নিরাপত্তার মাধ্যম।

২- তাওহীদ জ্ঞানাতের যাওয়ার উপায়।

৩- তাওহীদ জাহান্নাম ও বিপদাপদ থেকে বাঁচার কারণ।

**প্রশ্ন-৭:** কিভাবে তাওহীদ বাস্তবায়িত হবে ?

**উত্তর:** শির্ক, বিদআত ও পাপাচার থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে।

**প্রশ্ন-৮:** কালিমায়ে তাওহীদের ফযীলত কী ?

**উত্তর:** ১। তা হলো বান্দার উপর আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো ও মহান নিয়ামত।

২। জ্ঞানাতের প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার মাধ্যম। ৩। কিয়ামতের দিন দাঁড়ি পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে।

**প্রশ্ন-৯:** তাওহীদ কত প্রকার ও কি কি ?

**উত্তর:** তাওহীদ ৩ প্রকার:

১- তাওহীদে উলুহিইয়াহ্;

২- তাওহীদে রুবুবিইয়াহ্;

৩- তাওহীদে আস্মা অস্ সিফাত।

**প্রশ্ন-১০:** তাওহীদে রুবুবিইয়াহ্ কাকে বলে ?

**উত্তর:** সৃষ্টি, মালিকানা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব। মহান আল্লাহ বলেন: **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ**

আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা। (যুমার : ৬২)।

**كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَرِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ**

“প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক বানায়”।

(সহীহুল বুখারী, হা. ১৩৮৫ ও সহীহ মুসলিম)।

**প্রশ্ন-১১:** তাওহীদে উলুহিইয়াহ্ কাকে বলে ?

**উত্তর:** সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য করাকে তাওহীদে উলুহিইয়াহ্ বলে। মহান আল্লাহ বলেন:

**فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**

“জেনে নাও, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই”।

সূরাহ মুহাম্মাদ: ১৯

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

**فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ**

“তুমি সর্বপ্রথম তাদেরকে কালিমায়ে শাহাদাতের দাওয়াত দিবে”। (সহীহুল বুখারী, হা. ১৪৯৬ ও সহীহ মুসলিম)।

**প্রশ্ন-১২:** তাওহীদুল আস্মা অস্ সিফাত কাকে বলা হয় ?

**উত্তর:** কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিকৃতি, ধরণ ও সাদৃশ্য বর্ণনা ব্যতীত আল্লাহ নিজেকে অথবা তদ্বীয় রসূল ﷺ আল্লাহকে যেসকল নাম ও গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। মহান আল্লাহ বলেন:

**﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾**

অর্থ: আল্লাহর মত কেউ নয়, তিনি সবকিছু শুনে ও দেখেন। (সূরাহ শূরা : ১১)।

রসূল ﷺ বলেন: **يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَاءِ الدُّنْيَا**

“আল্লাহ প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন”।

(আবু দাউদ, হা. ১৩১৫; বুখারী ও মুসলিম)।

**প্রশ্ন-১৩:** ইবাদত কবুলের শর্ত কয়টি ও কি কি ?

**উত্তর:** ইবাদত কবুলের শর্ত দুটি। যথা:

১- একনিষ্ঠতা তথা ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা।

২- ইবাদতটি রসূল ﷺ-এর সুনাত বা পদ্ধতি মোতাবেক হওয়া।

**প্রশ্ন-১৪:** শির্ক কাকে বলে? তার প্রকারগুলো কি কি ?

**উত্তর:** কোনো ব্যক্তি বা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ করে দেওয়ার নাম শির্ক। শির্ক প্রধানত দুই প্রকার।

১- শির্কে আকবার বা বড়ো শির্ক।

২- শিরকে আসগার বা ছোটো শির্ক।

**প্রশ্ন-১৫:** শির্কে আকবার বা বড়ো শির্ক কাকে বলে এবং তার বিধান কী ?

**উত্তর:** কোনো ইবাদত বা তার কিছু অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করাকে শিরকে আকবার বা বড়ো শির্ক বলে। যেমন: মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করা। এর বিধান হলো: বড়ো শির্ককারী চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে।

**প্রশ্ন-১৬:** শির্কে আসগার (ছোটো শির্ক) সংজ্ঞা ও বিধান উল্লেখ করুন।

**উত্তর:** শিরকে আসগার হলো শিরকে আকবারে পতিত হওয়ার মাধ্যম। যেমন: নবী ﷺ-এর নামে শপথ করা। শিরকে আসগারের বিধান: এ শির্ককারী চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে

না। এ ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার আওতায় থাকবে। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করে বা শাস্তি দিয়ে জান্নাতে দিবেন।

**প্রশ্ন-১৭:** কোন ৩টি মূলনীতি প্রত্যেক ব্যক্তির জানা ফরয?

**উত্তর:** ১- বান্দা তার রব্ব বা স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা;

২- দীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন;

৩- নবী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

**প্রশ্ন-১৮:** কোন জিনিসের দ্বারা আপনি আপনার রব্বকে চিনতে ও জানতে পারবেন ?

**উত্তর:** তাঁর নিদর্শনাবলী এবং সৃষ্টিসমূহের মাধ্যমে। যেমন: রাত, দিন, চন্দ্র, সূর্য, আসমান-যমীন ইত্যাদি।

**প্রশ্ন-১৯:** দীন বা ধর্ম কী? দলীলসহ উল্লেখ করুন।

**উত্তর:** আমার দীন বা ধর্ম হলো: ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন: **﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾**

অর্থ: নিশ্চয় মহান আল্লাহর নিকটে একমাত্র মনোনীত দীন বা ধর্ম হলো: ইসলাম। (সূরা আলি ইমরান : ১৯)।

**প্রশ্ন-২০:** আপনার রব্ব কে ?

**উত্তর:** আমার রব্ব আল্লাহ্, যিনি আমাকে ও সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমার একমাত্র মা'বুদ, তিনি ব্যতীত আমার কোনোও মা'বুদ নেই।

**প্রশ্ন-২১:** আমরা আমাদের আক্বীদাহ কোথা থেকে গ্রহণ করবো?

**উত্তর:** কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে।

**প্রশ্ন-২২:** “তাওহীদের প্রকারসমূহ পরস্পরকে আবশ্যিককারী” এর অর্থ কি?

**উত্তর:** এর অর্থ: কোনো ব্যক্তি যদি তাওহীদের কোনো এক প্রকারকে বিশ্বাস করে আর কোনোটিকে অস্বীকার করে, তবে তার থেকে কোনো প্রকার তাওহীদই গ্রহণ করা হবে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি তাওহীদের কোনো একটি প্রকারে শিরক করে, সে অন্য প্রকারগুলোতেও শিরককারী বলে গণ্য হবে।

**প্রশ্ন-২৩:** ইবাদতের সংজ্ঞা কী?

**উত্তর:** ইবাদত হলো: এমন সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা এবং কাজের সমষ্টি যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

**প্রশ্ন-২৪:** ইবাদত কত প্রকার ও কি কি?

আত-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না (যদি তাওবাহ্ ব্যতীত মারা যায়)। আর এছাড়া যেকোনো নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন। (সূরাহ নিসা : ৪৮)।

**প্রশ্ন-২৮:** আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করার বিধান কী? যেমন এমন বলা: নবী ﷺ-এর শপথ, আপনার জীবনের শপথ ইত্যাদি।

**উত্তর:** এমন শপথ করা যা শিরকে আসগার বা ছোটো শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

**প্রশ্ন-২৯:** আল্লাহ্ তায়া'লা আরশে আযীমে সমুন্নত এর দলীল কী?

**উত্তর:** মহান আল্লাহ্ বলেন: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

অর্থ: পরম দয়ালু (আল্লাহ্) আরশে সমুন্নত। (সূরা ত্বাহা : ৫)।

**উত্তর:** ইবাদত দুই প্রকার। যথা:

১- প্রকাশ্য ইবাদত। যেমন- সালাত ও যাকাত।

২- অপ্রকাশ্য বা গোপন ইবাদত। যেমন- ভালোবাসা; ভয়; আশা; একনিষ্ঠতা; আল্লাহর উপর ভরসা করা ইত্যাদি।

**প্রশ্ন-২৫:** এক আল্লাহকেই আহ্বান করতে হবে, এর দলীল কী?

**উত্তর:** মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

অর্থ: আর মসজিদসমূহ একমাত্র আল্লাহর। অতএব, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না।

(সূরা জ্বীন : ১৮)।

**প্রশ্ন-২৬:** আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের জন্য যবেহ্ ও সাজদাহ্ করার বিধান কী?

**উত্তর:** জায়েয নয়। এটা শিরকে আকবার বা বড়ো শিরক।

**প্রশ্ন-২৭:** তাওবাহ্ ব্যতীত শিরকের উপরে মারা গেলে আল্লাহ্ উক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। এর দলীল কী?

**উত্তর:** মহান আল্লাহ বলেন:

**প্রশ্ন-৩০:** মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ - জিন এবং মানুষকে আমি আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি - এখানে (لِيَعْبُدُونِ) শব্দের অর্থ কী?

**উত্তর:** এর অর্থ হলো: তারা যেন এককভাবে আমারই ইবাদত করে।

**প্রশ্ন-৩১:** সবচেয়ে বড়ো ইবাদত ও পাপ কাজ কোনটি?

**উত্তর:** সবচেয়ে বড়ো ইবাদত হলো: তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা, আর সবচেয়ে বড়ো পাপ হলো: আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরীক স্থাপন করা।

**প্রশ্ন-৩২:** রিয়া বা লোক দেখানো আমল কী? তার ১টি উদাহরণ দিন।

**উত্তর:** রিয়া হলো: বান্দা কর্তৃক তার নেক আমলকে প্রকাশ্যে আনা, যাতে লোকেরা তা দেখে তার প্রশংসা করে। যেমন: মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা, দান সাদকাহ্ করা।

**প্রশ্ন-৩৩: নিয়ত পরিশুদ্ধ করার অর্থ কী ?**

**উত্তর:** বান্দা তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত রাখবে।

**প্রশ্ন-৩৪: দীন ইসলাম পরিপূর্ণ এর দলীল কী ?**

**উত্তর:** ইসলাম ১টি পরিপূর্ণ দীন ও জীবন ব্যবস্থা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপরে আমার নেয়ামত সম্পন্ন করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করে সন্তুষ্ট হলাম। (সূরা মায়িদাহ: ৩)

**প্রশ্ন-৩৫: আল্লাহ কোথায় আছেন ?**

**উত্তর:** আল্লাহ সপ্তাকাশের উপরে আরশে সমুন্নত। (সূরা ভূ-হা: ৫)

**প্রশ্ন-৩৬: জুলুমের প্রকারসমূহ কি কি ?**

আত্ম-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

প্রত্যেক ঐ গুনাহ কবীরাহ্ যার ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এমন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার স্মরণ পাবে না। অথবা যে এমন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

**প্রশ্ন-৩৯: সগীরাহ্ বা ছোটো গুনাহ্ কাকে বলা হয় ? উল্লেখ করুন।**

**উত্তর:** কবীরাহ্ বা বড়ো গুনাহের নিচে যত পাপ রয়েছে সব সগীরাহ্ বা ছোটো গুনাহ্। ছোটো গুনাহের জন্য দুনিয়াতে কোনো দন্ড এবং পরকালে কোনো শাস্তি নেই। যেমন: ছোটো-খাটো পাপ। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّيْمُ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾

অর্থ: যারা বড়ো বড়ো গুনাহ ও অন্ত্রীলকার্য থেকে বেঁচে থাকে; তারা ছোটোখাটো অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। (সূরা নাজম: ৩২)

**প্রশ্ন-৪০: খাঁটি তাওবার শর্তাবলী উল্লেখ করুন।**

**উত্তর:** খাঁটি তাওবার শর্তাবলী হলো:

১- কাজটির জন্য অনুতপ্ত হওয়া;

আত্ম-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

**উত্তর:** ১- বড়ো যুলুম: আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করা,

২- মানুষ নিজেই নিজের প্রতি যুলুম করা। যেমন: শিরকের নিম্ন পর্যায়ের কবীরাহ্ গুনাতে লিপ্ত হওয়া। ৩- এক মানুষ অন্য মানুষের উপরে যুলুম করা। যেমন: অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করা, কারো সম্মানহানী করা। এছাড়াও যাবতীয় অন্যায় সীমালংঘন যুলুমের অন্তর্ভুক্ত।

**প্রশ্ন-৩৭: ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী বড়ো কুফরীর প্রকারগুলি উল্লেখ করুন।**

**উত্তর:** ১- মুর্থতা ও মিথ্যারোপের কুফরী; ২- অস্বীকার করার কুফরী; ৩- অবাধ্যতা ও অহংকার মূলক কুফরী; ৪- কপটাতামূলক কুফরী।

**প্রশ্ন-৩৮: কবীরাহ্ গুনাহ্ কাকে বলা হয়? বা কবীরাহ্ গুনাহ্ কী ?**

**উত্তর:** প্রত্যেক ঐ গুনাহ্ যা অভিশাপ, গোস্বা, জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন দিয়ে শেষ হয়েছে। এবং

২- কৃত পাপটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা;

৩- দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, উক্ত পাপ কখনো করবে না;

৪- যদি ঐ পাপটি কোনো মুসলিমের উপরে যুলুম সংক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে যথাসাধ্য তা থেকে মুক্ত হওয়া।

**প্রশ্ন-৪১: আল ওয়ালা (বন্ধুত্ব) ও আল-বারা (শত্রুতা) বলতে কি বুঝায় ?**

**উত্তর:** আল-ওয়ালা বা বন্ধুত্ব হলো: মুমিনদেরকে ভালোবাসা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা।

আল বারা' বা শত্রুতা হলো: কাফেরদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখা। তাদের ও তাদের দীন ধর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

**প্রশ্ন-৪২: কখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া হারাম ?**

**উত্তর:** যে বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ সাহায্য করতে পারে না, সে বিষয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকটে সাহায্য চাওয়া হারাম। যেমন: মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকটে বৃষ্টি হওয়া, রোগ মুক্তি অথবা রিয়ক্ব এর বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা।

**প্রশ্ন-৪৩: জাদু কাকে বলে ?**

**উত্তর:** জাদু হলো এমন কিছু শিরকি মন্ত্র, গিরা বাঁধা, তেলসমাতি ও ঔষধ যা জাদুকৃত ব্যক্তির শরীর ও প্রেনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। যার অন্যতম হলো, স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা অথবা তাদের মাঝে ভালোবাসা তৈরী করা। অনেক জাদুতে মানুষ মারাও যায়, অনেক জাদুতে জাদুকৃত ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার অনেক জাদুতে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মাঝে বিচ্ছেদ তৈরী করে।

**প্রশ্ন-৪৪:** গণককে সত্যায়ন করার বিধান কী ?

**উত্তর:** হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: আবু হুরাইরাহ ও হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো হস্তরেখাবিদ অথবা গণকের নিকটে এসে তার বলা কথা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরে নাযিলকৃত যাবতীয় বিষয়কে অস্বীকার করল। (মুসনাদে আহমাদ, হা. ৯১৭১)

আত-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

**উত্তর:** বিদআতে হাসানাহ বা ভালো বিদআত বলে কোনো কিছু ইসলামে নেই। কারণ রসূল ﷺ বলেছেন:

وَيَاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থ: তোমরা দ্বীনের মাঝে সকল নতুন বিষয় থেকে বিরত থাকবে। কারণ দ্বীনের মাঝে প্রত্যেক নতুন সংযোজন হলো বিদআত, আর নিশ্চয় সকল বিদআত হলো গুমরাহী।

(মুসনাদে আহমাদ, হা. ১৬৫২১)

**প্রশ্ন-৪৮:** বিদআতের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করুন।

**উত্তর:** উক্তিগত বিদআত, কর্মগত বিদআত, আক্বীদাহ বা বিশ্বাসগত বিদআত। যেমন: বিদআতী যিকরসমূহ, নবী ﷺ এর জন্ম দিবস উপলক্ষে ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা, শবে বরাত ও শবে মেরাজ পালন করা ইত্যাদি।

**প্রশ্ন-৪৯:** দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু প্রবেশ করানোর (বিদআতের) বিধান কী ?

**উত্তর:** দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু প্রবেশ করানো সম্পূর্ণ হারাম।

**প্রশ্ন-৫০:** ইসলামের সংজ্ঞা কী ?

আত-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

**প্রশ্ন-৪৫:** রুক্বইয়্যাহ বা বাঁড়-ফুক কী? তা জায়েযের শর্তাবলী উল্লেখ করুন ?

**উত্তর:** রুক্বইয়্যাহ বা বাঁড়-ফুক হলো সেই রক্ষাকবচ যা দ্বারা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বাঁড়-ফুক করা হয়। যেমন জ্বর, মাথাব্যথা, মৃগী রোগসহ ইত্যাদি অসুখ।

৩টি শর্তে বাঁড়-ফুক জায়েয রয়েছে:

১- বাঁড়-ফুকের দুয়াগুলো কুরআন হাদীস থেকে হতে হবে;

২- আরবী ভাষায় হতে হবে;

৩- বাঁড়-ফুককারী ও কৃতের এ আক্বীদাহ ও বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এসব ১টি অসীলাহ মাত্র, যা আল্লাহর ইচ্ছায় কাজ করে থাকে। অর্থাৎ এটা মাধ্যম, মূল আরোগ্যদানকারী হলেন মহান আল্লাহ।

**প্রশ্ন-৪৬:** বিদআত কাকে বলা হয় ?

**উত্তর:** ঐ সকল কাজই বিদআত যা রসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা:) করেননি। আর তার পক্ষে কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোনো দলীল পাওয়া যায় না।

**প্রশ্ন-৪৭:** বিদআতে হাসানাহ বা ভালো বিদআত বলে কিছু আছে কী? দলীলসহ উল্লেখ করুন।

**উত্তর:** একত্বের বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর যাবতীয় আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে দূরে থাকা, শিরক ও মুশরিকদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা।

**প্রশ্ন-৫১:** দ্বীনের স্তর কয়টি ও কি কি ?

**উত্তর:** দ্বীনের স্তর ৩টি। যথা: ১. ইসলাম; ২. ঈমান; ৩. ইহসান।

**প্রশ্ন-৫২:** ইসলামের রোকন কয়টি ও কি কি ?

**উত্তর:** ইসলামের রোকন ৫টি, যথা:

১- এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল;

২- সালাত কয়েম করা;

৩- যাকাত প্রদান করা;

৪- রমাযান মাসের রোযা রাখা;

৫- সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের জন্য কাবা ঘরের হজ্জ করা। (জীবনে ১বার)।

**প্রশ্ন-৫৩:** ইসলামের মূল ভিত্তি কী ?

**উত্তর:** সালাত অর্থাৎ নামাজ।

**প্রশ্ন-৫৪:** হাদীসে বর্ণিত গুরাবা শব্দ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে ?

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

(অর্থ: ইসলাম অপরিচিতের মত শুরু হয়েছে, আবারও তা শুরুর ন্যায় অপরিচিত হয়ে যাবে। অতএব, অপরিচিতদের জন্য কতই না সৌভাগ্য)। (সহীহ মুসলিম : ২০৮)।

উত্তর: তাঁরা হলেন দ্বীনের উপরে অবিচল থাকা ব্যক্তিগণ, যাঁরা মানুষের ফাসাদ, গভগোল, বিভ্রান্তির সময় তাদেরকে মীমাংসা ও কল্যাণের পথ দেখায়।

**প্রশ্ন-৫৫:** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর শর্তাবলী উল্লেখ করুন।

উত্তর: জ্ঞান, দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রহণ করা, বাস্তবায়ন করা, সত্যবাদীতা, একনিষ্ঠতা এবং ভালোবাসা।

**প্রশ্ন-৫৬:** রমায়ান মাসের সিয়াম ফরজ হওয়ার দলীল কী?

উত্তর: মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থ: আর সামর্থ্যবান মানুষের উপরে আল্লাহর জন্য কাবা ঘরের হজ্জ করা ফরজ। আর যে ব্যক্তি হজ্জ করতে অস্বীকার করে সে যেন জেনে নেয়, মহান আল্লাহ বিশ্বাসী থেকে অমুখাপেক্ষী। (সূরাহ আলি ইমরান : ৯৭)

**প্রশ্ন-৫৮:** ঈমানের সংজ্ঞা কী ?

উত্তর: ঈমান হলো: কালিমায়ে তাওহীদকে অন্তরে বিশ্বাস করে মুখে উচ্চারণ করা এবং কাজে বাস্তবায়ন করা। ভালো কাজে ঈমান বাড়ে আর মন্দ কাজে ঈমান কমে। ঈমানী বিষয়ে ঈমানদারদের মর্যাদার তারতম্য রয়েছে।

**প্রশ্ন-৫৯:** ঈমানের রোকন কয়টি ও কি কি ?

উত্তর: ঈমানের রোকন ৬টি। যথা: ১- আল্লাহর উপরে বিশ্বাস; ২- তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস; ৩- তাঁর আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস; ৪- তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস; ৫- শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস; ৬- তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস।

**প্রশ্ন-৬০:** ঈমানের শাখা কতটি ?

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপরে সিয়াম ফরজ করা হয়েছে। যেমন: তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সূরাহ বাক্বারাহ : ১৮৩)।

অপর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত বলেন:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

অর্থ: রমায়ান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন। যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। (সূরা বাক্বারাহ : ১৮৫)।

**প্রশ্ন-৫৭:** হজ্জ ফরজ হওয়ার দলীল কী ?

উত্তর: মহান আল্লাহ বলেন:

উত্তর: ঈমানের শাখা সত্তরের অধিক। ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হলো: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, সর্বনিম্ন শাখা হলো- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা। আর লজ্জা ঈমানের ১টি শাখা।

**প্রশ্ন-৬১:** ঈমান বৃদ্ধি ও কম হওয়ার দলীল কী ?

উত্তর: মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

অর্থ: নিশ্চয় ঈমানদারগণ এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি ভরসা রাখে। (সূরা আনফাল : ২)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ﴾



অর্থ: তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বেড়ে যায়। (সূরা ফাত্হ : ৪)।

**প্রশ্ন-৬২:** ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের স্তরগুলো কী ?

**উত্তর:** আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

অর্থ: তোমাদের কেউ মন্দ কাজ দেখলে সে যেন তা হাত দ্বারা বাঁধা দেয়, যদি তা না পারে তবে মুখ দ্বারা বাঁধা দিবে, যদি তাও না পারে, তবে অন্তর থেকে উক্ত কাজটিকে ঘৃণা করবে। আর এটাই হলো সর্বনিম্ন স্তরের ঈমান। (সহীহ মুসলিম, হা. ৭০)

**প্রশ্ন-৬৩:** আল্লাহর অলী কারা ? দলীলসহ উল্লেখ করুন।

**উত্তর:** আল্লাহর অলী প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْتِنِ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾

অর্থ: অতঃপর আমি তাদেরকে কিতাবের অধিকারী করেছি, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ। (সূরা ফাতির : ৩২)

**প্রশ্ন-৬৬:** বান্দা কর্তৃক আল্লাহকে ভালোবাসার আলামত কী?

**উত্তর:** এর আলামত হলো: উক্ত বান্দা আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়গুলোকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহর বিদেষ তৈরী করে এমন কাজকে সে ঘৃণা করবে। ফলে বান্দা আল্লাহর নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করবে এবং নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহর অলীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে এবং তাঁর শত্রুদের সাথে বিদেষ পোষণ করবে। আর এটাই হলো ঈমানের সবচেয়ে মজবুত শিকড়। যাকে বলে ‘আল্ হবু

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

অর্থ: জেনে নাও যে, আল্লাহর অলীদের কোনো ভয় ও চিন্তা নেই। যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহকে ভয় করে।

(সূরাহ ইউনুস : ৬২-৬৩)

**প্রশ্ন-৬৪:** কোন্ ৩টি জিনিষ কোনো ব্যক্তির মাঝে পাওয়া গলে সে তা দ্বারা ঈমানের স্বাদ লাভ করবে ?

**উত্তর:** ১- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদ্বীয রসূল ﷺ-কে সর্বাধিক ভালবাসেন। ২-কোনো ব্যক্তিকে ভালবাসলে কেবল আল্লাহর জন্য ভালবাসেন। ৩- আল্লাহ্ তাকে কুফরী থেকে মুক্তি দেওয়ার পরে তাতে ফিরে যাওয়াকে সেই রকম অপছন্দ করে যেমন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করেন।

**প্রশ্ন-৬৫:** ঈমানদারদের ঈমান ও মর্যাদা তারতম্য হওয়ার দলীল কী ?

**উত্তর:** মহান আল্লাহ্ বলেন:

ফিল্লাহ্ অল্ বুগযু ফিল্লাহ্’ (আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করা)।

**প্রশ্ন-৬৭:** ইহুসান কাকে বলে ?

**উত্তর:** أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখছো, আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তবে তিনি তোমাকে দেখছেন। (সুন্না ইবনে মাজাহ, হা. ৬৪)

**প্রশ্ন-৬৮:** ফেরেশতা কারা ?

**উত্তর:** তাঁরা হলেন আল্লাহর সম্মানিত বান্দা, আল্লাহ্ তাঁদেরকে নূর বা আলো থেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ আকাশে তাঁদের স্থান দিয়েছেন। আল্লাহর আদিষ্ট কাজে তাঁরা অবাধ্য হন না এবং যা আদিষ্ট হন তা সাথে সাথে পালন করেন। তাঁরা নারী বা পুরুষ কোনোটি নয়। তাঁরা হলেন অদৃশ্য জগত যাদের প্রতি ঈমান আনতে আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

তাঁদের রয়েছে অনেক মহৎ গুণাবলী এবং তাদেরকে অনেক মহান কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যাদের অন্যতম হলেন জিবরীল, মিকাইল, ইসরাফীল,

রিয়ওয়ান যিনি জান্নাতের এবং মালিক যিনি জাহান্নামের দায়িত্বশীল। এছাড়াও অসংখ্য ফেরেশতা রয়েছেন যাদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেন না।

**প্রশ্ন-৬৯:** ফেরেশতাদের কিছু কাজ উল্লেখ করুন।

**উত্তর:** আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রসূলগণের (আলাইহিমুস সলাতু অস্ সালাম) নিকটে অহী নিয়ে আসা, বান্দাদের আমল লেখা ও আত্মা কবজ করা, প্রশান্তি ও সুসংবাদ নিয়ে মুমিনদের নিকটে আগমন করা।

**প্রশ্ন-৭০:** কুরআনুল কারীমের সংজ্ঞা লিখুন।

**উত্তর:** আল্ কুরআন হলো, আল্লাহর বাণী যা তাঁর বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরে নাযিল করা হয়েছে। যা তিলাওয়াত করলে সওয়াব হয়, কুরআন মাখলুক নয়, বরং আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।

**প্রশ্ন-৭১:** পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

**উত্তর:** স্পষ্ট কিতাব, সরল-সঠিক পথ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, জিবরীল عليه السلام তা নিয়ে নবীকুল শিরোমণী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকটে আগমন করেছেন।

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

**প্রশ্ন-৭২:** যে ব্যক্তি কুরআনের কোনো কিছু অস্বীকার করে তার বিধান কী?

**উত্তর:** যে ব্যক্তি কুরআনের কোনো কিছু অস্বীকার করে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফেরে পরিণত হয়।

**প্রশ্ন-৭৩:** কুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কী?

**উত্তর:** কুরআন তিলাওয়াত করা, মুখস্থ করা, তাঁকে সম্মান করা, তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করা।

**প্রশ্ন-৭৪:** কুরআনে বর্ণিত কিছু আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ করুন।

**উত্তর:** আল্ কুরআন, তাওরাত, ইন্জিল, যাবুর এবং ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিমাস সালামের উপর নাযিলকৃত সহীফাহসমূহ।

**প্রশ্ন-৭৫:** আল্লাহর খাস ও খাঁটি বান্দা কারা?

**উত্তর:** যারা কুরআন মুখস্থ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে।

**প্রশ্ন-৭৬:** কুরআনে উল্লিখিত নাবী ও রসূলগণের (আ:) নাম উল্লেখ করুন।

**উত্তর:** ১- মুহাম্মাদ ﷺ, ২- আদাম, ৩- নূহ, ৪- হদরাস, ৫- হুদ, ৬- সালিহ, ৭- ইবরাহীম, ৮- ইসমাইল, ৯- ইসহাক, ১০- ইয়াকুব, ১১- ইউসুফ, ১২- লূত, ১৩- শুআইব, ১৪- ইউনুস, ১৫- মূসা, ১৬- হারুন, ১৭- ইলইয়াস, ১৮- যাকারিয়া, ১৯- ইয়াহু ইয়া, ২০- আল্ ইয়াসা, ২১- যুলু কিফল, ২২- দাউদ, ২৩- সুলাইমান, ২৪- আইয়ুব, ২৫- ঈসা আলাইহিমুস সলাতু অস্ সালাম।

**প্রশ্ন-৭৭:** শ্রেষ্ঠ রসূলগণ কারা?

**উত্তর:** তাঁরা হলেন ৫ জন। ১. মুহাম্মাদ ﷺ; ২. নূহ; ৩. ইবরাহীম; ৪. মূসা; ৫. ঈসা আলাইহিমুস সলাতু অস্ সালাম।

**প্রশ্ন-৭৮:** মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী এর দলীল কী?

**উত্তর:** মহান আল্লাহ বলেন:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

অর্থ: মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, তবে তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরাহ আহযাব : ৪০)

**প্রশ্ন-৭৯:** প্রথম ও শেষ রসূল কে?

**উত্তর:** প্রথম রসূল হলেন নূহ عليه السلام, আর শেষ রসূল হলেন মুহাম্মাদ عليه السلام।

**প্রশ্ন-৮০:** আমাদের নবী عليه السلام-এর পূর্ণ নাম কী?

**উত্তর:** তাঁর নাম হলো, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম عليه السلام।

**প্রশ্ন-৮১:** মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন হিফায়তের দায়িত্ব নিয়েছেন এর দলীল কী?

**উত্তর:** মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

অর্থ: নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব। (সূরা হিজর : ৯)

**প্রশ্ন-৮২:** আল্লাহর রসূল عليه السلام-এর ছেলে ও মেয়েদের নাম কী?

**উত্তর:** তাঁর <sup>রাসূল</sup> ছেলেদের নাম: কাসিম, আব্দুল্লাহ ও ইবরাহীম। তাঁর মেয়েদের নাম: রুকাইয়াহ, উম্মু কুলসুম, ফাতিমাহ এবং যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহুনা আজমাদীন।

**প্রশ্ন-৮৩:** “মুহাম্মাদ <sup>রাসূল</sup> আল্লাহর রসূল” এ কথা সাক্ষ্য দেওয়ার মর্ম কী?

**উত্তর:** রসূল <sup>রাসূল</sup> এর আদেশকৃত কাজে তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর সংবাদ দেওয়া তথ্যে তাঁকে সত্যায়ন করা, তিনি যে সকল বিষয়ে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা, আর তাঁর দেওয়া শরীয়ত মোতাবেক মহান আল্লাহর ইবাদত করা।

**প্রশ্ন-৮৪:** রসূল <sup>রাসূল</sup> কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন ও কোথায় মৃত্যু বরণ করেন?

**উত্তর:** রসূল <sup>রাসূল</sup> মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং মদীনাতে মৃত্যু বরণ করেন।

**প্রশ্ন-৮৫:** রসূল <sup>রাসূল</sup> এর স্ত্রীগণের নাম কী?

**উত্তর:** তাঁরা হলেন: খাদীজাহ বিনতে খুওয়াইলিদ, সাওদাহ বিনতে জামআহ, আয়িশাহ বিনতে আবু বাকর সিদ্দীক, হাফসাহ বিনতে উমার বিন খাত্তাব, যায়নাব বিনতে

আত-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।

(সূরা আশ্বিয়া : ১০৪)।

**প্রশ্ন-৮৯:** পূণরুত্থান কী?

**উত্তর:** পূণরুত্থান হলো মানুষের মৃত্যুর পরে আবার তাদেরকে জীবিত করা।

**প্রশ্ন-৯০:** আল্লাহই একমাত্র গায়েব জানেন এর দলীল কী?

**উত্তর:** মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

অর্থ: আর আল্লাহর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবি, যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। (সূরা আন আম : ৫৯)

**প্রশ্ন-৯১:** পরকালকে অস্বীকারকারীর বিধান কী?

**উত্তর:** সে আল্লাহ, তদ্বীয় কিতাব ও রসূলগণকে অস্বীকারকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَلَيْسَ لَنَا فِي خَلْقٍ حَسَبٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

আত-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

খুযাইমাহ, উম্মে সালামাহ, যায়নাব বিনতে জাহ্শ, জুওয়াইরিয়্যাহ বিনতে হারেস, রায়হানাহ বিনতে যায়দ, উম্মে হাবীবাহ, সাফিইয়্যাহ বিনতে হুওয়াই, মাইমুনাহ বিনতে হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহুনা আকমাদীন।

**প্রশ্ন-৮৬:** কোনো ১ জন রসূলকে অস্বীকার করার বিধান কী?

**উত্তর:** যে ব্যক্তি ১ জন রসূলকে অস্বীকার করবে, সে সকল রসূলগণকে (আ:) অস্বীকার করল।

**প্রশ্ন-৮৭:** কখন কিয়ামত হবে তা কি কেউ জানে?

**উত্তর:** কিয়ামত সংঘটিত হওয়া গায়েবী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

**প্রশ্ন-৮৮:** মৃত্যুর পরে পূণরুত্থানের দলীল কী?

**উত্তর:** মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَوْمَ نَنْظُرُ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِّيلِ لِكُتُبٍ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

অর্থ: সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেবো, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার

অর্থ: যদি আপনি বিশ্বয়ের বিষয় চান তবে তাদের একথা বিশ্বয়কর যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো, তখনও কী নতুনভাবে সৃজিত হব? এরাই স্বীয় পালনকর্তার সন্তায় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, এদের গর্দানেই লৌহ-শৃংখল পড়বে এবং এরাই জাহান্নামী। এরা তাতে চিরকাল থাকবে।

(সূরা রাদ : ৫)।

**প্রশ্ন-৯২:** শাফায়াতের প্রতি ঈমানের দলীল কী?

**উত্তর:** মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

অর্থ: বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাবীন। আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা যুমার : ৪৪)

**প্রশ্ন-৯৩:** শাফায়াতের শর্তাবলী উল্লেখ করুন?

**উত্তর:** শাফায়াতের শর্তাবলী ৩টি। যথা:

১- শাফায়াতকারীর প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি,

২- যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি,

৩- শাফায়াতকারীকে আল্লাহ কর্তৃক শাফায়াতের অনুমতি প্রদান।

**প্রশ্ন-৯৪:** শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের অর্থ কী? আর কেন তাকে এ নামে নাম করণ করা হয়েছে?

**উত্তর:** শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের অর্থ: এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সকল মানুষকে তাদের হিসাব নেওয়ার পর প্রতিদান দেওয়ার জন্য কবর থেকে পুনরুত্থান করবেন। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার অধিকার লাভ করতে পারে। ফলে জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানে আয়েশী জীবন যাপন করবে। আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করে (আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন) তথায় শাস্তি পেতে থাকবে।

- এ দিনকে শেষ দিবস বলে নাম করণের কারণ হলো: এ দিবসটি আগমন করবে দুনিয়ার পরে। এর অপর নাম হলো, কিয়ামত দিবস। কারণ সেদিন সকল মানুষ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে। এ দিবসের অনেক নাম রয়েছে।

**প্রশ্ন-৯৫:** মাকামে মাহমুদ কী?

আত-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

**প্রশ্ন-৯৮:** তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার বিধান কী?

**উত্তর:** তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ঈমানের ৬টি রুকনের অন্যতম। যা দীর্ঘ হাদীসে জিবরীলে বর্ণিত হয়েছে। সে হাদীসে রসূল ﷺ বলেছিলেন: ঈমানের ১টি রুকন হলো:

"وَأَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ"

“তুমি তাক্বদীরের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে”। (সহীহ মুসলিম, হা. ৮)

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহের অসংখ্য দলীল, মুসলিমদের ঐক্য, স্বভাবজাত ধর্ম এবং বিবেক এ প্রমাণ বহন করে যে, তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। সঙ্গত কারণেই যে ব্যক্তি তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, সে আল্লাহকে অস্বীকারকারী বলে গণ্য হয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন-৯৯:** তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার স্তরগুলি উল্লেখ করুন।

**উত্তর:** ১- এ বিশ্বাস রাখা যে, মহান আল্লাহ শুরু থেকেই স্থায়ীভাবে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সকল বিষয়ে অবগত।

আত-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

**উত্তর:** এটা হলো সেই স্থান যেখানে কিয়ামত দিবসে মানুষের জন্য শাফায়াত করতে রসূল ﷺ দাঁড়াবেন। যাতে মানুষ যে কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করেছে তা থেকে মহান আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দেন। আর এ স্থানটি রসূল ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট।

**প্রশ্ন-৯৬:** জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে আমাদের আক্বীদাহ কী?

**উত্তর:** আমরা বিশ্বাস করি যে, জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তৈরী করে রেখেছেন। যা কখনো ধ্বংস ও পুরাতন হবে না। পরকালে জান্নাত মুমিনদের গৃহ, আর জাহান্নাম কাফেরদের।

**প্রশ্ন-৯৭:** তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী?

**উত্তর:** তাক্বদীর হলো: এ বিশ্বাস রাখা যে, মহান আল্লাহ আকাশ-যমীনে ঘটমান যাবতীয় বিষয়াবলী আগে থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন। কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তিনি সর্বদা তা জানেন। আর সকলের তাক্বদীর আল্লাহ লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহর নির্ধারিত তাক্বদীর ও ইচ্ছানুযায়ী এ আকাশ ও যমীনে সবকিছু ঘটে এবং সৃষ্টি হয়।

তিনি জানেন যা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা হবে। যা হয়নি তা হলে কেমন হতো তাও তিনি জানেন।

২- এ বিশ্বাস রাখা যে, মহান আল্লাহ সকল কিছুর তাক্বদীর লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। ১ম ও ২য় স্তরের দলীলে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

অর্থ: তুমি কি জানো না যে, আকাশ-যমীনের সবকিছু মহান আল্লাহ অবগত আছেন। নিশ্চয় তা কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) লিখিত রয়েছে। নিশ্চয় এটা মহান আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (সূরা হজ্জ : ৭০)

৩- এ বিশ্বাস রাখা যে, আকাশ-যমীন ও দুনিয়া-আখিরাতের কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা ব্যতীত হয় না। যার সম্পর্ক আল্লাহর কর্মের সাথে হোক বা বান্দার কর্মের সাথে হোক। আল্লাহ তাঁর কর্ম সম্পর্কে বলেন:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

অর্থ: আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন, তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্বে।

(সূরা ক্বাসাস : ৬৮)

মাখলুকু তথা সৃষ্টিজীবের কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

অর্থ: যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাবাদকে মুক্ত ছেড়ে দিন। (সূরাহ আনআম : ১১২)

অতএব, যাবতীয় ঘটনা, কার্যাদি এবং আকাশ-যমীনের সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সংঘটিত হয় না। তাই আল্লাহ যা চান তা হয়, আর যা চান না, তা হয় না।

৪- এ বিশ্বাস রাখা সৃষ্ট সবকিছুই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

অর্থ: আল্লাহ সর্বকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (সূরা যুমার : ৬২)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

**প্রশ্ন-১০২:** আমরা কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করব ?

**উত্তর:** ইখলাস সহকারে আল্লাহ ও রসূল ﷺ যেভাবে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

মানুষ একমাত্র ইখলাসসহকারে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছে। (সূরা বাইয়িনাহ : ৫)

রসূল ﷺ বলেন, যে এমন কাজ করল যা আমাদের দ্বীনে নেই, তা পরিত্যাজ্য। (সহীহ মুসলিম, হা. ৪৩৮৪)

**প্রশ্ন-১০৩:** আমরা কি ভয় ও আশা সহকারে আল্লাহর ইবাদত করব ?

**উত্তর:** হ্যাঁ, আমরা ভয় ও আশা সহকারে তাঁর ইবাদত করব। আল্লাহ বলেন, ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾

ভয় ও আশা সহকারে তোমরা আল্লাহকে ডাকো।

(সূরা আরাফ: ৫৬)

আমি আল্লাহর নিকটে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি চাই। (আবু দাউদ)

**প্রশ্ন-১০৪:** ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসান বলতে কি বুঝায় ?

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءُوهُ تُقَدِيرًا﴾

অর্থ: তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে শোধিত করেছেন। (সূরা ফুরকান : ২)

**প্রশ্ন-১০০:** যে ব্যক্তি হালাল না জেনে (হারাম মনে করেই) কুফরীর নিম্ন পর্যায়ের পাপ করে, তার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ্ অল্ জামাতের আক্বীদাহ কী ?

**উত্তর:** সে পাপী মুসলিম ব্যক্তি, তার ঈমানে ক্রটি রয়েছে। তাওবাহ না করে মারা গেলে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন নতুবা শাস্তিও দিতে পারেন।

**প্রশ্ন-১০১:** কারা “মাগযুব আল্লাইহিম” বা আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত ? আর কারা যল্লীন বা পথভ্রষ্ট ?

**উত্তর:** মাগযুব আল্লাইহিম বা আল্লাহর ক্রোধ প্রাপ্ত হলো, ইয়াহুদীরা। তাদেরকে এ নাম দেওয়ার কারণ হলো, তারা সত্য জেনেও সে অনুযায়ী আমল করে না। আর যল্লীন বা পথভ্রষ্ট হলো, নাসারা বা খৃষ্টানেরা। তাদেরকে এ নাম দেওয়ার কারণ হলো, তারা না জেনে ভ্রষ্ট পথে আল্লাহর ইবাদত করে।

**উত্তর:** আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা দেখছেন এ ধ্যান রাখা।

আল্লাহ সর্বক্ষণ তোমাদেরকে দেখছেন। (সূরা আন নিসা ১)

রসূল ﷺ বলেন:

﴿أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ﴾

এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো। যদি তুমি না দেখো তবে তিনি তোমাকে দেখছেন।

(সুনান ইবনে মাজাহ হা. ৬৪)

**প্রশ্ন-১০৫:** রসূলগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্য কী ?

**উত্তর:** আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান এবং তাঁকে শিরক থেকে মুক্ত করা। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

প্রত্যেক উম্মাতের নিকটে আমি রসূল প্রেরণ করেছি যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো। (সূরা নাহল : ৩৬)। রসূল ﷺ বলেন,

﴿وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَالَمٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ﴾

নবীগণ পরস্পর ভাই, তাদের দ্বীন এক তথা তাওহীদ।

(সহীহুল বুখারী, হা. ৩৪৪৩ ও সহীহ মুসলিম)

**প্রশ্ন-১০৬:** মুসলিমের জন্য তাওহীদের উপকারীতা কী ?

**উত্তর:** দুনিয়াতে হিদায়াত এবং উভয় জগতে নিরাপত্তা লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

যারা ঈমান এনে তার সাথে শির্ক মিশ্রিত করে না, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।

(সূরা আন'আম : ৮২)

وَحَقَّ الْعِبَادَةُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

আল্লাহর উপর বান্দার হক্ব হলো, তারা তাঁর সাথে শরীক না করলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

(সহীহুল বুখারী হা. ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম হা. ৪৯)

**প্রশ্ন-১০৭: আল্লাহ কোথায় আছেন ?**

**উত্তর:** আল্লাহ তা'আলা আরশে আযীমে আছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

অর্থ: আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত। (সূরা ত্বাহ ৫)

রসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ একটি কিতাব লিখেছেন, তা তার নিকটে আরশের উপরে রয়েছে। (সহীহুল বুখারী, হা. ৭৪০৪)

আত-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

**উত্তর:** আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কোনো ইবাদত করা। যেমন : দুয়া। আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا

বলুন, আমি আমার রব্বকেই ডাকি, তার সাথে কাউকে শরীক করি না। (সূরা জিন: ২০)।

সব চেয়ে বড়ো গুনাহ হলো, আল্লাহর সাথে শির্ক করা।

(সহীহুল বুখারী, হা. ২৬৫৪)।

**প্রশ্ন-১১১: বড়ো শিরকের ক্ষতি কী ?**

**উত্তর:** চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। আল্লাহ বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করে, তার উপর তিনি জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার স্থান জাহান্নামে।

(সূরা মায়িদাহ ৭২)।

রসূল ﷺ বলেন: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

শির্ক করা অবস্থায় যে মৃত্যু বরণ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সহীহুল বুখারী, হা. ১২৩৮; সহীহ মুসলিম, হা. ১৫৯)

**প্রশ্ন-১১২: শিরকের সাথে আমল করলে কাজে আসবে কী?**

আত-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

**প্রশ্ন-১০৮: আল্লাহ কী আমাদের সাথে স্বীয় সত্তা সহকারে আছেন না ঈলমের মাধ্যমে?**

**উত্তর:** আল্লাহ আমাদের সাথে তাঁর ঈলমের মাধ্যমে আছেন। আল্লাহ বলেন: قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسِيرٌ وَأَرَى

তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথেই আছি, আমি সবকিছু শুনি ও দেখি। (সূরা ত্বাহ ৪৬)

**প্রশ্ন-১০৯: সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কোনটি ?**

**উত্তর:** আল্লাহর সাথে শির্ক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা।

লুক্‌মান রাঃ বলেন:

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

হে বৎস, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, নিশ্চয় শির্ক সবচেয়ে বড়ো যুলুম। (সূরাহ লুক্‌মান ১৩)

সবচেয়ে বড়ো গুনাহ সম্পর্কে রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (সহীহুল বুখারী, হা. ৪৪৭৭)

**প্রশ্ন-১১০: বড়ো শির্ক কী ?**

**উত্তর:** শিরকের সাথে আমল করলে তা কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যদি তারা শির্ক করে তবে তাদের সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা আন'আম: ৮৮)।

রসূল ﷺ বলেন: আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি ইবাদত করতে গিয়ে আমার সাথে কাউকে শরীক করল, আমি তাকে ও তার শির্ককে প্রত্যাখ্যান করলাম। (সহীহ মুসলিম)

**প্রশ্ন-১১৩: মুসলমানদের মাঝে শির্ক আছে কী ?**

**উত্তর:** দু:খজনক হলেও ব্যাপকহারে তা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক। (সূরা ইউসুফ: ১০৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أَتَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى تَلْحَقَ قِبَائِلُ مَنْ أُمِّي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ

আমার উম্মাতের একটি দল মুশরিকদের সাথে না মিলে যাওয়া এবং কবর পূজা না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (জামে তিরমিযি, হা. ২২১৯)

**প্রশ্ন-১১৪:** আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে প্রার্থনার হুকুম কী? যেমন, পীর-আওলিয়া।

**উত্তর:** শিরক। যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ** আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডেকো না, তাহলে তুমি শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা শুআরা : ২১৩)

**প্রশ্ন-১১৫:** দুয়া বা প্রার্থনা কী আল্লাহর ইবাদত?

**উত্তর:** হ্যাঁ, দুয়া আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ** তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। (সূরা মুমিন: ৬০)

**প্রশ্ন-১১৬:** মৃত ব্যক্তির কি প্রার্থনা শুনতে পায়?

**উত্তর:** মৃত ব্যক্তির প্রার্থনা বা ডাক শুনতে পায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَعْدَ** অর্থ: তুমি মৃতকে শুনতে পারবে না। (সূরা নামল : ৮০)

আত-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকটেই সাহায্য চাই। (সূরা ফাতিহা ৫)

যখন সাহায্য এবং কোনো কিছু চাইবে তখন আল্লাহর নিকটেই চাইবে। (জামে তিরমিযী)

**প্রশ্ন-১১৯:** উপস্থিত জীবিত ব্যক্তিদের নিকটে কী আমরা সহযোগীতা চাইতে পারি?

**উত্তর:** হ্যাঁ, তারা যে বিষয়ে সহযোগীতা করতে সক্ষম।

দলীল: কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগীতা করো, পাপ কাজে সহযোগীতা করো না। (সূরা মায়িদাহ : ২)

রাসূল ﷺ বলেন: **وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ**

বান্দা স্বীয় ভাইয়ের সহযোগীতা করা পর্যন্ত আল্লাহ ঐ বান্দাকে সহযোগীতা করবেন। (সহীহ মুসলিম, হা. ৬৭৪৬)

**প্রশ্ন-১২০:** আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য নয়র বা মানত করা কী জায়য?

আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ**

কবরস্থ ব্যক্তিদেরকে তুমি শুনতে পারবে না। (সূরা ফাতিহা : ২২)

আল্লাহর ভ্রমণকারী ফেরেশতার আমর উম্মাতের সালাম আমার নিকটে পৌছে দেন। (সুনানে নাসায়ী)

**প্রশ্ন-১১৭:** মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকটে ফরিয়াদ করা যাবে কী?

**উত্তর:** মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকটে ফরিয়াদ করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহর নিকটেই ফরিয়াদ করতে হবে।

আল্লাহ বলেন: **إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ** তোমরা যখন তোমাদের রবের নিকটে ফরিয়াদ করছিলে তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

(সূরা আনফাল : ৯)

রসূল ﷺ চিহ্নিত হলে বলতেন: হে চিরঞ্জীব, চিরন্তন! তোমার রহমতের দ্বারা আমি তোমার নিকটে ফরিয়াদ করছি। (হাকিম, বায়হাক্বী)

**প্রশ্ন-১১৮:** আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকটে সাহায্য চাওয়া জায়য হবে কী?

**উত্তর:** আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকটে সাহায্য চাওয়া জায়য নয়। আল্লাহ বলেন: **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**

**উত্তর:** আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য মানত করা বৈধ নয়।

আল্লাহ বলেন: **رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي**

হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও। (সূরা আলি ইমরান : ৩৫) নাবী ﷺ বলেন:

**مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ**

আল্লাহর আনুগত্যের কাজে নয়র মেনেছে সে যেন তা পূরণ করে, যে তাঁর অবাধ্য কাজে নয়র মেনেছে সে যেন তাঁর অবাধ্য না হয়। (সহীহুল বুখারী, হা. ৬৬৯৬)

**প্রশ্ন-১২১:** আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য পশু জবাই করা কী জায়য?

**উত্তর:** না, জায়য নয়। কারণ তা শির্কে আকবার। আল্লাহ বলেন: **فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ**

তোমার রবের জন্য নামাজ পড়ে তাঁর সন্তুষ্টির নিমিত্তে পশু জবাই করবে। (সূরা কাওসার: ২)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করে, তিনি তাকে লানত করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

**প্রশ্ন-১২২:** কবরে তাওয়াফ করা কী বৈধ ?**উত্তর:** কাবা ব্যতীত অন্যকিছুর তাওয়াফ করা অবৈধ।

আল্লাহ বলেন: وَلَيُطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ তারা যেন পবিত্র গৃহ কাবার তাওয়াফ করে। (সূরা হাজ্জ ২৯)

রসূল ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি সাতবার কাবা শরীফের তাওয়াফ করে ২ রাকাত নামাজ পড়লো, সে যেন একটি দাস মুক্ত করল। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

**প্রশ্ন-১২৩:** কবরকে সামনে রেখে নামাজ হবে কী ?**উত্তর:** কবরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়া জাযিয নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

তুমি মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করো। (সূরা বাক্বারাহ: ১৪৪)

হাদীস: لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

কবরের উপরে বসবে না এবং সে দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে না। (সহীহ মুসলিম, হা. ২১৪১)

**প্রশ্ন-১২৪:** ইবাদতের রোকন কয়টি ও কি কি ?

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

**উত্তর:** দুটি। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। কুরআন থেকে দলীল: (সূরা কাহফ: ১১০)

রসূল ﷺ বলেন: তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। আমি ১জন বান্দা। অতএব, তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রসূল বলবে। (বুখারী-মুসলিম)

**প্রশ্ন-১২৮:** ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয় কয়টি ও কি কি ?**উত্তর:** ১০টি। ১. শির্ক, ২. আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মিডিয়া ধরে তাকে ডাকা, ৩. মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করা। ৪. অন্যের পথকে রাসূলের হিদায়াত থেকে অধিক পরিপূর্ণ ও উপযোগী মনে করা, ৫. রাসূলের আনীত কোনো বিষয়ে ক্রোধ রাখা। ৬. দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা, ৭. জাদু, ৮. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, ৯. রাসূলের শরীয়ত থেকে বের হতে পারার আক্বীদাহ পোষণ করা, ১০. আল্লাহর দ্বীন হতে বিমুখ থাকা।**প্রশ্ন-১২৯:** আল্লাহ ব্যতীত কেউ হালাল হারাম করার অধিকার রাখে কী ?**উত্তর:** না। তা একমাত্র আল্লাহরই অধিকার। আল্লাহ বলেন: فَجَعَلْنَاهُ مِنْكُمْ حَرَامًا وَحَلَالًا (সূরা ইউনুস ৫৯)

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

**উত্তর:** ৩টি। আশা, ভয় এবং ভালোবাসা। আল্লাহ বলেন: ভয় ও আশা সহকারে তোমরা আল্লাহকে ডাকো।

(সূরাহ আরাফ: ৫৬)

**প্রশ্ন-১২৫:** রসূল ﷺ কিসের তৈরী ?**উত্তর:** মাটির তৈরী। আল্লাহ বলেন: বলুন, আমি ও তোমাদের মতোই একজন মানুষ। (সূরা কাহফ : ১১০)

তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রসূল বলবে।

(বুখারী-মুসলিম)।

**প্রশ্ন-১২৬:** আল্লাহ কী নিরাকার ?**উত্তর:** না, তিনি স্বকার। আল্লাহ বলেন:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্ব শক্তিমান। (সূরা মূলক : ১)

জাহান্নাম পূর্ণ না হলে আল্লাহ সেখানে তাঁর পা রাখবেন, জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট হয়েছে। (জামে তিরমিযি, হা. ৩২৭২)

**প্রশ্ন-১২৭:** মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর রুকন কয়টি ও কি কি ?**প্রশ্ন-১৩০:** পৃথিবীতে ১ম কখন শির্ক সংঘটিত হয় ?**উত্তর:** নূহ আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ে।

কুরআন থেকে দলীল: (সূরা ইউনুস ১৯)

হাদীস থেকে দলীল : (ইগাসাতুল্লিহফান ২/১০২)

**প্রশ্ন-১৩১:** কুফরী কত প্রকার ও কি কি ?**উত্তর:** ২ প্রকার। বড়ো ও ছোটো কুফরী।

কুরআন থেকে দলীল: (সূরা আনকাবুত : ৬৮, সূরা বাক্বারাহ : ৩৪)

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقَتْلُهُ كُفْرٌ

মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকী, তাকে হত্যা করা কুফরী।

(সহীহুল বুখারী, হা. ৪৮)

**প্রশ্ন-১৩২:** মুনাফিকী কাকে বলে ?**উত্তর:** অন্তরে কুফরী গোপন রেখে বাহিরে ঈমান প্রকাশ করা। কুরআন থেকে দলীল: (সূরা তাওবাহ ৬৭, সূরা নিসা ১৪৫)

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا



যার মাঝে চারটি গুণ পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক।  
(সহীহুল বুখারী, হা. ৩১৭৮ ও ৩৪)।



## আত্-তাওহীদ প্রকাশনীর প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহ

বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদকের নাম	মূল্য
১ সুনান ইবনু মাজাহ্ (১ম খণ্ড)	অনুবাদ: খলীলুর রহমান বিন ফজলুর রহমান (রহঃ)	১৫০
২ তাম্বীহুল আফহাম বিশারহি উমদাতিল আহকাম (উমদাতুল আহকাম গ্রন্থের ব্যাখ্যা)	শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন (রহিঃ)	৪৬০
৩ জুযউল কিরাআত	ইমাম বুখারী (রহঃ)	১০০
৪ জুযউল রফ'ইল ইয়াদাঈন	ঐ	১০০
৫ আদাবুয যিফাক বা বাসর রাতের আদর্শ	আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)	১৩০
৬ সংক্ষিপ্ত আহকামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম-কানুন	ঐ	১৪০
৭ ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তে হবে কেন?	ঐ	৫০
৮ কবর ও মাযারের মাসজিদে কেন সলাত বৈধ হবে না?	ঐ	৮৫
৯ কুরআন-হাদীসের নিরিখে মুসলিম নারীর পর্দা	ঐ	১০০
১০ নাবী ﷺ-এর সলাত সম্পাদনের পদ্ধতি	শাইখ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ)	৪০
১১ মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠের সওয়াব পৌছে কি?	মুহাম্মাদ আহমাদ আব্দুস সালাম	৩৮

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

১২	মিফতাহুল জান্নাহ বা জান্নাতের চাবি	আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী	১৩০
১৩	স্বলাতে নারীর পোশাক ও পর্দা	শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রহঃ)	৩০
১৪	চার মাযহাবের অন্তরালে	খলীলুর রহমান বিন ফজলুর রহমান (রহঃ)	৪৪
১৫	আপনি জানেন কি? প্রচলিত নামায এবং রসূল ﷺ-এর সলাতের পার্থক্য কতটুকু?	ঐ	৩৬
১৬	“অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক।”	ঐ	৮০
১৭	জামা'আতে সলাত ত্যাগকারীর পরিণতি	ঐ	৩০
১৮	চোগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি এবং প্রতিবেশীর হাক্ক	ঐ	৫৫
১৯	ঈদের সলাতে ১২ তাকবীরের পক্ষে ১৫২টি হাদীস ও তাকবীরের হাদীস কোথায়?	ঐ	৪৪
২০	ইসলামী ক্বায়েদাহ (১ম খণ্ড)	ক্বারী মুজিবুর রহমান সালাফী	২০
২১	ইসলামী ক্বায়েদাহ (২য় খণ্ড)	ক্বারী মুজিবুর রহমান সালাফী	২০
২২	আট রাক'আত তারাবীহ	সংকলিত	
২৩	চার ইমামের 'আক্বীদাহসমূহ	ড. মুহাম্মাদ বিন 'আবদুর রহমান	৫৫
২৪	কুরআন ও হাদীসের আলোকে দেওবন্দী 'আক্বীদাহ্	মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম	৯০
২৫	বাউল ধর্ম ও সূফীবাদ	ঐ	৭৮

২৬	মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ ও তার প্রতিকার	শাইখ আবদুল্লাহ বিন আইয়ূব মাদানী	৩৫
২৭	পরিবার গঠনে চল্লিশ উপদেশ	শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ	৫৫
২৮	শয়তান যে পথে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে	তৈয়্যব বিন তোফায়েল আহমাদ	১২০
২৯	মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের পথ ও পদ্ধতি	আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযী (রাহিঃ)	২৫
৩০	কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা	ডাঃ সা'ঈদ আল ক্বাহতানী	৪০
৩১	আহকামুল মাসাজীদ	মাহবুব বিন মুসলেহ উদ্দীন	৯০
৩২	হে আমার মেয়ে!	আলী আল তানতাবী	১০
৩৩	পীর ধরা কি ফরয?	শাইখ আইনুদ্দীন আল আইনী	৪০
৩৪	যা হবে মরণের পরে	আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	৯০
৩৫	মুসলিম জাতির বয়স ও ক্বিয়ামত : সমকালীন বিভ্রান্তির নিরসন	ঐ	৫০
৩৬	যে ঘটনা কেউ লেখেনি!	ঐ	১৮
৩৭	যে দরজা কারো জন্য বন্ধ নয়!	ঐ	১৮
৩৮	আশুরা, মুহাব্বরাম ও কারবালার ইতিহাস	ঐ	৩০
৩৯	ইমাম মাহদী বিভ্রান্তি ও সংশয় নিরসন	ঐ	৬০
৪০	ইসলাম পরিচিতি	ড. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আব্দুইয়্যার	২০০
৪১	চলো ফিকহ শিখি (৪র্থ শ্রেণী)	আশিক বিন সাঈদ	৯০
৪২	হাদীসে আরব'ঈন (চল্লিশ হাদীস)	ইমাম ইয়াহইয়া নাববী (রহিঃ)	৯০
৪৩	রোযার আহকাম ও মাসায়েল	শাইখ আব্দুর আযীয বিন আব্দুল্লাহ আল-রাজহী (রহঃ)	৩০

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

৪৪	শিরক পরিচিতি উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক	১০০
৪৫	শীয়া মতবাদ (উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও ধর্মীয় বিশ্বাস)	ঐ	২৫
৪৬	মরেও অমর হওয়ার প্রচেষ্টা	শাইখ মুহাম্মাদ স্বালিহ আল-মুনাজ্জিদ	৬০
৪৭	কুরআনের বিভিন্ন শিক্ষাসম্বলিত সংক্ষিপ্ত তাফসীর ৩০তম পারা	মুফতী মুহাম্মাদ বিন শামী মুতাইন শাইবাহ	২৫০
৪৮	তাওহীদের কিশতি	ড. ইবনে আব্দুর রহমান আল আরিফী (রহঃ)	১০০
৪৯	মহামারী করোনা হতে প্রতিরক্ষামূলক দশটি উপদেশ	ড. আব্দুর রায্যাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর	১৫
৫০	আক্বীদাহ বিষয়ক শতাধিক প্রশ্নোত্তর	ড: ক্বায্লা বিনতে মুহাম্মাদ	১৭
৫১	নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড	শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ মাদানী	১৯৭
৫২	ইত্তিগফার	ঐ	১১৫
৫৩	গুনাহ'র অপকারিতা ও চিকিৎসা	ঐ	৯৫
৫৪	ইসলামী পর্দা	ঐ	
৫৫	শিকের প্রকারসমূহ	ঐ	
৫৬	যে ভালোবাসা মুমিনকে কাঁদায়	আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	৪০
৫৭	কারামাতুল আউলিয়া	ঐ	
৫৮	মাতা-পিতার অবাধ্যতা	মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-হামদ	
৫৯	ঈমান ভঙ্গের কারণ	মাওলানা রফিকুল ইসলাম এম. এম	
৬০	মরেও অমর হওয়ার প্রচেষ্টা		
৬১	সালাতের পরে পঠিত দু'আ ও যিকর		

আত-তাওহীদ প্রকাশনী- 01712549956/ FB:ATP.BD

